

কথা পিয়ালির সাথে

[চন্দননগরের অসামান্য কন্যা পিয়ালি বসাক ০৩ এপ্রিল বেরিয়ে পড়বে এভারেস্ট ও লোথসে'র জোড়া শিখর অভিযানে। এর আগে ছন্দা গায়ন গিয়েছিল এবং নিজের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে কাঞ্চনজঙ্ঘার জোড়া শিখরে বিরামহীন অভিযান করতে গিয়ে ছন্দা হারিয়ে যায় বরাবরের মতো। আশা করব, পিয়ালি অতীত অভিযাত্রীদের অনভিপ্রেত চ্যুতিগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে, অভিযানের সাধারণ নিয়মের প্রতি অনুগত থাকবে; এবং সব অর্থে সফল হয়ে ঘরে ফিরবে। মনে রাখতে হবে, এত বড় অভিযানে ও যাচ্ছে অক্সিজেন ছাড়া। ওঁকে তো একটু বেশি সতর্ক থাকতেই হবে। এবারে যাওয়ার আগে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে পিয়ালি। ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি আমি, দূরভাষে। -- পত্রিকা সম্পাদক]



পত্রিকা-সম্পাদকঃ

প্রথমে বলি, সোনারপুর আরোহী'র পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, বিশ্বের প্রথম ও চতুর্থ পর্বতের চূড়ায় তুমি পৌঁছবে অক্সিজেন ছাড়া, তোমার পরিকল্পনা মতো। তাই তোমাকে আগাম অভিনন্দন জানাই।

পিয়ালিঃ

থ্যাংকইউ স্যার। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। আরোহী'র সবাইকে আমার থ্যাংকইউ জানাবেন।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

০৩ এপ্রিল রওনা দিচ্ছ। তোমার সঙ্গে কেউ যাচ্ছে, কলকাতা বা এই বাংলা থেকে?

পিয়ালিঃ

আমি একা।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তোমার এবারকার শিডিউলটা বলবে?

পিয়ালিঃ

০৪-এ কাঠমান্ডু পৌঁছব। ওখানে আমার বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। কেনাকাটা



আছে, কাগজপত্রের ব্যাপার আছে। সব সেরে মনে হয়, এপ্রিলের সাত কি আটে লুকনা পৌঁছে যাব।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তাহলে ধরে নিচ্ছি, এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে তুমি বেসক্যাম্পে থিতু হবে।

পিয়ালিঃ

হ্যাঁ। তাহলেও পুরোপুরি অ্যাক্লেমেটাইজড হতে মে মাস পড়ে যাবে। ওই, মে মাসের সেকেন্ড কিম্বা থার্ড উইকে হয়তো সামিট করতে পারব।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তোমার সামিট তো দুটো?

পিয়ালিঃ

[হেসে] হ্যাঁ, কিন্তু আগে এভারেস্ট। তারপর লোথ্‌সে সামিটে যাওয়া। দুটোরই সামিট ক্যাম্প একটা, সাউথ কল।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

বুঝলাম, যেমন ছন্দা গিয়েছিল। তার মানে তুমি চলতি রুট ধরেই যাচ্ছ – খুম্বু আইসফল, ওয়েস্ট ক্যাম্প, লোথ্‌সে ফেস হয়ে সাউথ কল।

পিয়ালিঃ

এজেন্সিগুলো এই রাস্তাই ফলো করে।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তোমার এজেন্সি কারা?

পিয়ালিঃ

পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

শেরপা কে?

পিয়ালিঃ

দাওয়া শেরপা।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

২০১৯-এ কে ছিলেন? [পিয়ালি ২০১৯-এও এভারেস্ট অভিযান করেছে]

পিয়ালিঃ

পেঙ্গা খেন্ডুপ দোরজি।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

সেবারে তুমি সামিট-ক্যাম্প পৌঁছেছিলে –

পিয়ালিঃ

সামিট-ক্যাম্প কী বলছেন? সাউথ ব্যালকনি পার হয়ে গেছিলাম। কিন্তু শেরপা এত অসযোগিতা করল – আমাকে কিছুতেই এগোতে দিল না।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

পিয়ালিঃ

হ্যাঁ, আমাকে ফিজিক্যালি আটকেছে। খাবার দিয়ে ফেলে দিয়েছে।



পত্রিকা-সম্পাদকঃ

সেকী! কেন? ওঁর বক্তব্য কী ছিল?

পিয়ালিঃ

জানি না। গেলে নাকি ফিরতে পারতাম না! একটা ব্যাপার আমি এই বয়েসে বুঝে গেছি, এজেন্সিগুলো খুব অনেস্টলি কাজ করে না। ব্যবসাই করে। ওদের ক্লাইম্বিংয়ের বাইরেও অনেকরকম খেলা আছে। খেলাটা ধরতে না পারলে ক্লাইম্বারের বিপদ।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তুমি জানো সেগুলো? এঁদের সঙ্গে যাচ্ছ, একা। সামলাবে কী করে?

পিয়ালিঃ

কিছু কিছু জানি। আমি সতর্ক থাকব। আর ওই যে বললাম, এরমধ্যে অনেক বুঝে গেছি; নিজের লক্ষ্য ভুলে যাব না। যতটা পারি নিজের সরঞ্জামগুলো দেখে রাখব।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

অন্য প্রশ্ন। অক্সিজেন ছাড়া যাওয়ার মতলব হ'ল কেন? রেকর্ড গড়া না ...

পিয়ালিঃ

এটা আমি অনেকবার বলেছি -

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

আমাকেও বলেছ একবার, তবু আর একবার বল। আমাদের পাঠকদের জন্য। মানাসলুতে গিয়ে কার সঙ্গে যেন দেখা হ'ল?

পিয়ালিঃ

একজন স্প্যানিশ স্যার, সেরগি মিংগোটে, বড় মাউন্টেনিয়ার। সেবারে আমি তো খুব অসুস্থ অবস্থায় পৌঁছেছিলাম বেস-ক্যাম্পে। সবাই পরামর্শ দিয়েছিল, 'ফিরে যাও, এই শরীর নিয়ে বিপদে পড়বে।' আমি জেদ করে থেকে যাই। তারপর একদিন ওই স্প্যানিশ স্যার বললেন, 'দেখিতো তোমার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কেমন' -- বলে আঙুলে একটা ক্লিপ লাগিয়ে কী যেন মাপলেন। সেই মাপ দেখে ওঁর চোখ বড়। 'কী অ্যামেজিং তোমার স্যাচুরেশন! সবার সেরা। তুমি অক্সিজেন ছাড়াই সামিট চলে যাবে' - বলে তিনি বেশ উসকে দিলেন আমায়। এখন তো করোনার দৌলতে সব্বাই জেনে গেছে 'স্যাচুরেশন' কী বস্তু। তার আগে আর কে জানত? আমি তো কিছুই জানতাম না। উনিই বোঝালেন। একসময় বুঝলাম যে, আমার ফুসফুসে স্পেশাল কিছু আছে। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। এটা অদ্ভুত যে, হাই অলটিচ্যুডে আমি অনেক ঝরঝরে থাকি, একেবারে ডে-ওয়ান থেকে। গতবছর ধওলাগিরি অভিযান করতে গিয়ে ভাবলাম, 'আমি তো পারি, তাহলে ট্রাই করি অক্সিজেন ছাড়া'; এভাবেই হ'ল আরকি -

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

এবং ধওলাগিরিতে সেটা সাকসেসফুলিই করলো?

পিয়ালিঃ

হ্যাঁ, হ'ল তো?

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

কঠিন ছিল ব্যাপারটা?



পিয়ালিঃ

আমার তা মনে হয়নি। দেখলাম, যত দিন গেল, তত সব সহজ হয়ে গেল। বরং গোড়ায় বেশ ঘাবড়ে গেছিলাম, তবে সেটা অক্সিজেনের জন্য নয়।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

বোঝা গেল না।

পিয়ালিঃ

আমার তো শুরুতেই করোনা হয়েছিল। কাঠমাডুতে শরীর একদম জুতে ছিল না, কিন্তু তেমন বুঝতে পারিনি। যখন টের পেলাম, আমি ধওলাগিরি বেসক্যাম্পের পথে। সে-যে কী অবস্থা, খেতে পারছি না, সারাক্ষণ বমি পাচ্ছে, শরীর চলছে না। মেডিকেল সাপোর্ট পাচ্ছি না। সেপ্টেম্বরের ৫/৬ খুব জ্বর ছিল, এর পরেও ৭ থেকে ১৭ বেসক্যাম্প পর্যন্ত হেঁটেছি। সবাই বলেছে কাঠমাডু ফেরত যাও, যাইনি। আমি জানতাম ফেরত গেলে আর সামিট হবে না।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

ট্রিটমেন্ট কে করলে?

পিয়ালিঃ

অলটিচুড! ওপরে উঠতেই সব ঠিক হয়ে গেল। একসময় একদম বরঝরে -

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

আনবিলাভেবল! তারপর? অক্সিজেন ছাড়াই গেলে -

পিয়ালিঃ

লোয়ার ক্যাম্পে অক্সিজেন লাগে না, হাইয়ার ক্যাম্পে লাগে। ওপরে দেখলাম, সবাই অক্সিজেন সাপোর্ট নিয়ে যে স্পিডে ক্লাইম্ব করছে আমি অক্সিজেন ছাড়া সেই স্পিড (গতি) মেন্টেন করছি। তখন বুঝেছি সব ঠিক আছে - তারপর ১ তারিখে (অক্টোবর) সামিটও হয়ে গেল ওইভাবে।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তুমি আমাদের গর্বিত করেছে, পিয়ালি। আর কোনও অভিজ্ঞতা?

পিয়ালিঃ

অভিজ্ঞতা অনেক। একটা বলি - ধওলাগিরি ক্যাম্প টু-য়ে আমি বেশ কদিন একা কাটিয়েছি, তুষার-ঝড়ের মধ্যে।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

একদম একা! মানে শেরপাও ছিল না? এটা অভাবনীয় -

পিয়ালিঃ

ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে। সেটা সেপ্টেম্বরের থার্ড-উইক, নানাদেশের ক্লাইম্বার একই দিনে ক্যাম্প-২ পৌঁছে কিছুক্ষণ থেকে আবার বেসক্যাম্প রওনা হয়ে গেল। মেজর সামিটগুলোর ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। বেসক্যাম্প ফিরে কদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার হাইয়ার ক্যাম্পে আসা, সামিট পুশে যাওয়া ইত্যাদি। আমি সেটা করলাম না। ক্যাম্পদুইয়ে থেকে গেলাম। আমি তখন একদম ফিট, নিচে গিয়ে সময় নষ্ট না করে যত আগে সামিট ক্যাম্প লাগানো যায় ততই মঙ্গল। ঠিক হ'ল, এক-দুদিন



পর শেরপারা উঠে আসবে, রুট ওপেন করবে। সে'রাত থেকেই শুরু হ'ল ব্লিজার্ড (তুষারঝড়), চলল টানা পাঁচদিন। নিচ থেকে কেউই আসতে পারেনি, মুভ করা সম্ভব ছিল না। অগত্যা একাই থাকতে হ'ল। সঙ্গে রেশান, বিউটেন বার্নার ছিল। অসুবিধা হয়নি।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

একেবারে একা! অন্য কোনও বিপদ হতে পারত।

পিয়ালিঃ

সেতো সবাই থাকলেও হতে পারত।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

ভয় করেনি?

পিয়ালিঃ

একদম না।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

যাই হোক, ফাইনালি তুমি সামিট করলে এবং নজির সৃষ্টি করলে।

পিয়ালিঃ

হ্যাঁ, ১ অক্টোবর। সবার শুভেচ্ছায়, আপনাদের আশির্বাদে।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

অন্য প্রশ্ন। এবারের বাজেট কত?

পিয়ালিঃ

এভারেস্ট লোথ্‌সে মিলিয়ে অন্তত পঁয়ত্রিশ লাখ।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

বিশাল বাজেট! টাকার জোগাড় হয়েছে? সরকার সাহায্য করছে?

পিয়ালিঃ

এখনও না।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

অথচ ০৩ এপ্রিল রওনা দিচ্ছ!

পিয়ালিঃ

হ্যাঁ। আবেদন করেছি সবজায়গায় নিয়ম মেনে, সবাইকে বলেছি। সবাই জানেও। কিন্তু এখনও কিছু খবর নেই। কেন যে নেই, জানি না।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

কোনও কর্পোরেট স্পনসরশিপ?

পিয়ালিঃ

না। আমার সেরকম কানেকশন নেই।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তাহলে কি মনে করছ যে পাহাড়ের টাকা ভূতে জোগাবে?

পিয়ালিঃ

হয়তো। না, আমার জন্য অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করছেন, সেটার ওপর ভরসা আছে।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

শুভেচ্ছা'র কত শক্তি আছে জানি না। এটা জানি, তোমার পিছনে লক্ষ লক্ষ



মানুষের শুভেচ্ছা রয়েছে। বিশেষত, বাঙলার মেয়েরা চেয়ে আছে তোমার দিকে।

পিয়ালিঃ

এটাই আমার সব চেয়ে বড় শক্তি।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

বেশ। আচ্ছা ধরো, সামিট-মার্চে বেরিয়ে পড়েছ, হঠাৎ শরীর বেশ খারাপ হ'ল। ব্যাপার এমন যে হয় তোমাকে নিচে নামতে হবে, নয়তো অক্সিজেন সাপোর্ট নিতে হবে। আমরা চাইবো, এরকম পরিস্থিতি কখনও না আসুক, তবুও কৌতূহল আরকি – কী করবে তুমি?

পিয়ালিঃ

সেক্ষেত্রে আমি অক্সিজেন নেবো। কারণ, আমার প্রথম লক্ষ্য সামিট।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

ছন্দা গায়ন-এর পর তুমিই বুঝি প্রথম যে এভারেস্ট ও লোথ্‌সে একসাথে অভিযান করছে। ছন্দা ওঁর মতো করে সফল হয়েছিল। আবার ছন্দা ওঁর মতো করে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হ'ল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। সেটা কতখানি করুণ তুমি জানো। ছন্দা এক সামিট করেই আর এক সামিটে ছুটতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি ---

পিয়ালিঃ

জানি।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

তোমার অনেক সাহস, তুমি বিশেষ শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী। তবু একজন সামান্য পাহাড়প্রেমীর পরামর্শ – এক সামিট থেকে আর এক সামিটে যাওয়ার মাঝে বিশ্রাম নিও, পাহাড়ের শাস্ত্র মেনে।

পিয়ালিঃ

অবশ্যই নেবো।

পত্রিকা-সম্পাদকঃ

আরোহী'র পক্ষ থেকে সবরকমের শুভকামনা। সাফল্যের পতাকা উড়িয়ে নিরাপদে ফিরে এসো।

পিয়ালিঃ

অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রণাম নেবেন।

